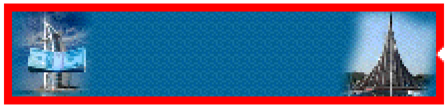

প্রথম আলো
অনলাইন সংস্করণ

মূল পাতা | যোগাযোগ | লগ-ইন করুন | নিবন্ধিত হোন

ঢাকা, রোববার, ২২ জুন ২০০৮, ৮ আষাঢ় ১৪১৫, ১৭ জমাদিউস সানি ১৪২৯
বর্ষ ১০, সংখ্যা ২২৫, আপডেট : বাংলাদেশ রাত ২টা ২৫ মিনিট

এ সংখ্যায় থাকছে

- প্রথম পাতা
- শেষ পাতা
- সম্পাদকীয়/উপসম্পাদকীয়
- খোলা কলম
- সারা দেশ
- বিশাল বাংলা
- সারা বিশ্ব
- খেলাধুলা
- বিনোদন
- পড়াশোনা
- কম্পিউটার প্রতিদিন
- চিঠিপত্র
- অর্থ ও বাণিজ্য
- মহানগর

ফিচার পাতা

- ঢাকায় থাকি

সম্পাদকীয়/উপসম্পাদকীয়

সংবাদ শিরোনাম | পরের সংবাদ

পুলিশের জন্য কৌশলগত পরিকল্পনা
সুষ্ঠু বাস্তবায়ন প্রয়োজন

পুলিশ বিভাগ সাধারণ মানুষের কাছে রাষ্ট্রের এক ভীতিকর অঙ্গ। কেবল আমজনতার নয়; সরকার, এমনকি খোদ পুলিশ বিভাগের মধ্যেও এ সত্যের উপলব্ধি রয়েছে। তাই তো এ বাহিনীকে আরও কার্যকর ও জনবান্ধব করে তোলার লক্ষ্যে তিন বছরের জন্য একটি কৌশলগত পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।
গত রোববার রাজধানীর এক হোটেলে এ কৌশলগত পরিকল্পনার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের সময় যেসব তথ্য জানানো হয়েছে, তা থেকে এমন প্রত্যাশা জেগে ওঠে যে এ পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশে পুলিশ বিভাগের কার্যকারিতা সত্যি অনেক বেড়ে যাবে।
মোট ২১ পৃষ্ঠার কৌশলগত পরিকল্পনাপত্রে পাঁচটি মূল লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে: পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস, কমিউনিটি পুলিশিং জোরদার করা, পুলিশের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বাড়ানো, নারীদের প্রতি সংবেদনশীলতা ও কম্পিউটারাইজেশন। এ পাঁচটি মূল লক্ষ্যের অধীনে আরও ১৯টি বিষয়ে কার্যক্রম চালানো হবে, যার মধ্যে পুলিশের আইন ও নীতিমালার হালনাগাদকরণও রয়েছে। পুলিশ অধ্যাদেশ, ২০০৮ নামে আইনের নতুন যে খসড়া এরই মধ্যে তৈরি করা হয়েছে, সেটিও এ কৌশলগত পরিকল্পনারই অংশ। আসলে পুলিশ অধ্যাদেশ যেহেতু পুলিশ বিভাগ পরিচালনার মূল আইনি দলিল, তাই এটি অনুমোদনের মধ্য দিয়েই পুলিশের মৌলিক সংস্কারের সূচনা ঘটতে পারে।
কৌশলগত পরিকল্পনা নেওয়ার তাৎপর্য হচ্ছে, পুলিশ বিভাগকে নিয়ে সরকারের মধ্যে সক্রিয় ভাবনা-চিন্তা রয়েছে, প্রতিষ্ঠানটির দুর্বলতা কাটানো ও কার্যকারিতা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি আছে এবং সে লক্ষ্যে বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়ার তাগিদও রয়েছে। লক্ষ্যাভিমুখী ও সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনার কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু পরিকল্পনা হাতে নেওয়াটাই শেষ কথা নয়; তা বাস্তবায়নের ওপরই নির্ভর করে পরিকল্পনার সার্থকতা। সেদিনের অনুষ্ঠানে পুলিশ স্টাফ কলেজের রেক্টর এ কে এম মাহফুজুল হক স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, এর আগে শুধু ঢাকা

- স্টেডিয়াম
- বিজ্ঞান প্রজন্ম
- আইন অধিকার
- আলোকিত দক্ষিণ
- আলোকিত উত্তর
- আলোকিত চট্টগ্রাম

মহানগরীর পুলিশের জন্য একটি কৌশলগত পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল; কিন্তু তা কোনো সুফল দেয়নি। কারণ, তা বাস্তবায়নের উদ্যোগই নেওয়া হয়নি। অর্থাৎ কৌশলগত পরিকল্পনা নেওয়ার নিষ্ফল চর্চার দৃষ্টান্ত পুলিশ বিভাগের ইতিহাসে রয়েছে–এ অভিজ্ঞতাটি স্মরণে থাকা ভালো। কেননা, ভবিষ্যতের প্রয়াসকে ফলপ্রসূ করার ক্ষেত্রে তা কাজে দেবে।

ইউএনডিপি ও ডিএফআইডির আর্থিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ সরকার ২০০৫ সাল থেকে ‘পুলিশ সংস্কার কর্মসূচি’ (পিআরপি) নামে যে প্রকল্পটি চালিয়ে আসছে, উল্লিখিত কৌশলগত পরিকল্পনাটি সেই প্রকল্পের অধীনেই নেওয়া হয়েছে। আগামী তিন বছরের পরিকল্পনা বাস্তবায়নকে আরও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে বিগত তিন বছরে এ প্রকল্পের দ্বারা পুলিশের কার্যকারিতা ও জনকল্যাণধর্মিতা কতটা বেড়েছে, তার মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন।

+ সংবাদ শিরোনাম | প্রিন্ট করুন | ? বাংলা না এলে

- আরো যা আছে
- সকল ফিচার পাতা
- পুরনো সংখ্যা
- আমাদের কথা
- বাংলা না এলে

এ পর্যন্ত পড়েছেন
6989<7#
জন পাঠক

Call Bangladesh From Australia ?

Home | About Us | Feedback | Contact

Best viewed at 1024 x 768 pixels and IE 5.5 & 6

Editor : Matiur Rahman, Published by : Mahfuz Anam, 52 Motijheel C/A , Dhaka-1000.
News, Editorial and Commercial Office: CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue, Karwan Bazar, Dhaka-1215.
Phone: (PABX) 8802-8110081, 8802-8115307-10, Fax: 8802-9130496, E-mail : info@prothom-alo.com

Copyright 2005, All rights reserved by **Prothom-Alo.com**
Privacy Policy | Terms & Conditions